# কাটা সৈনিকের ডায়েরি

মনোজ মিত্র

(পাঠকবন্ধুগণ, সম্প্রতি সমকালীন এক বাঙালী নাট্যকারের একান্ত গোপন একখানি ডায়েরি অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আমার হাতে এসে পড়ে। অতীব বেদনার সংগে লক্ষ্য করলুম, ডায়েরির পাতায় ভদ্রলোক আমাদের থিয়েটারের চরিত্রহনন করে রেখেছেন। জানি চুরি করে অপরের ডায়েরি পড়া -- চুরি করে লোকের শোয়ার ঘরে তাকানোর মতোই গর্হিত কাজ - পড়লেও তা নিয়ে ঢাক পেটানো আরো অনুচিত। তবু সেই অনুচিত কাজটাই আমি করছি যেহেতু বাংলার থিয়েটারকে বাংলার জলবায়ুর মতোই আমি ভালবাসি। সামান্য একটু ভূমিকা সহযোগে ডায়েরিটা আমি ছেপেই দিচ্ছি।

।। ভূমিকা ।।

লজ্জা শুধু নাটক নিয়ে।

কে না জানেন, আমাদের সাহিত্য আর থিয়েটারের একমাত্র দুর্বল জায়গা এই নাটক। গল্প কবিতা উপন্যাসের কথা না টেনেই বলি, ছেলেভুলানো ছড়া থেকে মা লক্ষ্মীর পাঁচালিটি পর্যন্ত বাংলা ভাষায় সবই সুলিখিত। আছেও যথেষ্ট। নেই শুধু নাটক...উন্নতমানের মৌলিক নাট্যরচনা। তেমনি আমাদের থিয়েটারেও চাঁদের হাট। আছেন পরাত্রান্ত নাট্য - পরিচালক, প্রতিভাবান শিল্পী, পারদর্শী কলাকুশলী। নেই কেবল নাট্যকার ... সমমাপের 'মৌলিক নাট্যকার'।

চাল তেল মাছ বিদ্যুতের মতো পশ্চিমবঙ্গে নাটকও একটি দুর্লভ বস্তু। এবং সব অভাবের পেছনে যেমন রয়েছে এক দুর্ভেদ্যরহস্যময়তা, নাটকের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কমিশন বসিয়েও বার করা যাবে না, কেন যে এদেশে ভালো নাটক হয় না-- তার সঠিক কারণটি। শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকেরা বলেন, নাট্যকারদের জীবনচেতনায় গভীরতা নেই। নাট্যকার বলেন, নাটক লিখে কাগজকলম নস্যির খরচ ওঠে না এদেশে নাট্যকারকে রয়ালটি দেওয়ার রেওয়াজ নেই। প্রকাশক মেলে না। অনর্থক সময় স্বাস্থ্যের অপব্যয় করতে যাব কেন? সমালোচক বলেন, নাটক লেখায় একটা বিশেষ ধরনের স্কিলের দরকার। অতীব অনুতাপের বিষয় নাট্যকাররা শতবর্ষেরও সে স্কিল রপ্ত করতে পারলেন না। বুদ্ধিজীবী রায় দেন, এই উপমহাদেশের জীবনযাত্রা এমনই অনাটকীয় অথবা অতিনাটকীয়, ইহকালে ভালো নাটক লেখা সম্ভব নয়।

যিনি যত কথাই বলুন, আজ পর্যন্ত কেউ বোধহয় নাটকের অবনতির জন্যে সরাসরি আমাদের থিয়েটারকে দায়ী করেননি।থিয়েটারের মালিক, প্রযোজক, পরিচালক এমনকি অভিনেতা - অভিনেত্রীদের দিকে আঙ্গুল তুলে বলেননি, ওঁদেরই অবিমৃষ্যকারিতা এবং যথেচ্ছাচারিতার জন্যে নাটকের এহেন দুর্দশা। না, সে সাহস বা হঠকারিতা কারো হয়নি। কেন হবে ? চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি নাট্যকারদের অক্ষমতার দন আমাদের থিয়েটার ডুবতে বসেছে। বললেই হল, থিয়েটার নাটককে ডোবাচ্ছে! আলোচ্য ডায়েরির লেখক সে দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে এক নজিরবিহীন স্পর্ধা দেখাতে চলেছেন।

ডায়েরিখানা এক অজ্ঞাতকুলশীল নাট্যকারের। পাতায় পাতায় ইনিয়ে বিনিয়ে ভদ্রলোক একটা কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে আমাদের থিয়েটার ভোঁতা তরোয়াল চালিয়ে নাট্যকারদের হত্যা করছে, চিরকাল করে আসছে। বিস্তৃত সে বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করার কোন প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরছি যেখানে মঞ্চের ওপর চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকা কাটা - সৈনিকের সঙ্গে এদেশের নাট্যকারদের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। নাট্যাভিনয়ে কাটা বা নিহত সৈনিকের ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চয়ই সকলের খানিকটা ধারণা আছে। ওঁদের একমাত্র কাজ ধড়াচূড়া পরিধান করে মঞ্চের উপর প্রাণহীন ধড়েরই মতো পড়ে থাকা। ফুটলাইটের চোখ থেকে ঝাঁক ঝাঁক শ্যামাপোকা উড়ে এসে নাকে মুখে ঢুকবে, নায়ক নায়িকা পার্শ্বচরিত্র পালা করে হাত - পা মাড়িয়ে দিয়ে যাবে, নির্মম গিলোটিনের মতো যবনিকা নেমে এসে ধড় মুণ্ডুর

সঙ্গমস্থলে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে - কাটা সৈনিক তবু পাশ ফিরতে পারবে না, রা কাড়তে পারবে না। সে অধিকার তাদের দেওয়া হয় না।

।। ডায়েরি ।।

১। পাদুকা - পুরাণ ।

সকালের ডাকে এক তাড়া পাণ্ডুলিপি আসিয়াছে।

প্রেরক - মফস্বলের কোনো এক নাট্যগোষ্ঠীর কর্ণধার।

সঙ্গে একটুকরা চিঠি।

মহাশয়, আপনার লেখা অমুক নাটকের সুর দশপাতা, মাঝের দশপাতা এবং শেষের দশপাতা ছেঁটে ফেলে দিয়ে, আমরা নিজেরাই ঐ পাতাগুলি লিখে নিয়েছি। নাটকটিকে জন সমাদৃত করার জন্য এই কাটাজোড়ার যে সবিশেষ প্রয়োজন ছিল, তার অকাট্যপ্রমাণ, আমাদের অভিনয়কালে শত শত দর্শকের ঘন ঘন সহর্ষ করতালি। আমাদের লেখা তাড়া বেঁধে পাঠালাম। বইটির পরবর্তী মুদ্রণে অবশ্যই জুড়ে দেবেন। ইতি ভবদীয়.....

সুমহান ঔদার্য!

পত্রপাঠান্তে এক অপূর্ব অনাস্বাদিত শিহরণ আমার সর্বাঙ্গে খেলিয়া গেল।

আহো, ষাটপাতা বইটির ত্রিশটি পাতাই বরবাদ হইয়া গেল, তবু এই হতভাগ্যকেই রচয়িতার স্বীকৃতি দানে বিন্দুমাত্র দ্বিধা কি কার্পণ্য নাই। বোধকরি মলাটটিকে রাখিয়া বাকি সর্বস্ব ফেলিয়া দিলেও উঁহারা আমাকেই উক্ত নাটকের নাট্যকার হিসাবে দর্শাইতেন। এ দৃষ্টান্ত আর কোথায় মিলিবে! ধন্য আমাদের নাট্য আন্দোলন! গর্বে বুকখানি সাত হাত ফুলিয়া উঠিল!

আমার ঠাকুর্দাদার অভ্যাস ছিল থাকিয়া থাকিয়া জুতার তলদেশে কমলালেবুর কোয়ার আকারের লৌহচাকতি সাঁটিবার। সাঁটিতে সাঁটিতে অচিরেই এমন হইত যে, চলিতে ফিরিতে ঠাকুর্দাদার চামড়ার চটি ঠুংঠাং আওয়াজ ছড়াইত। মুগ্ধ পথচারীরা যখনি ঠাকুদাঁদাকে শুধাইত - 'আহা এমন মজবুত এমন অক্ষয় এমন হাততালি মারার মতো জুতো কোত্থেকে কিনলেন মশাই?' বৃদ্ধ নিঃসঙ্কোচে জুতাবিক্রেতার নামধাম জানাইয়া দিতেন। যদিচ যে জুতা বিক্রেতা গছাইয়াছিল এবং যাহা পরিয়া তিনি আজ সশব্দে হাঁটিতেছেন - দুই এর মধ্যে নর - বানরের ফারাক। এবং ফারাক যে কেবল ধবনিগত তাহাই নহে, উপাদানগতও বটে! এবং যদিচ বর্তমান লৌহ - সংস্করণের কণামাত্র কৃতিত্ব উক্ত বিক্রেতার প্রাপ্য নহে।

তাড়াবাঁধা পাণ্ডুলিপির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে কৃতজ্ঞতায় আমার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

২।। নাট্যকার কিংবা গলা - কাটা সৈনিক।

গতরাত্র বিনিদ্র কাটিয়াছে।

পাঁচ পাঁচটি কম্পোজ খাইলাম, তবু না আসিল ঘুম -- না আসিল মৃত্যু। আসিল যে, সে না আসিলেই বাঁচিতাম ...যতো রাজ্যের কুটিল দুঃস্বপ্ন। দেখিলাম কে যে জয়বাংলা - আক্রান্ত চক্ষু পাকাইয়া তিরস্কার করিতেই, যে - নাটক তুই আধখানা লিখিলি, তাহার পুরা গৌরব তুই ভোগ করিস কেন রে? শত শত দর্শক হাততালি মারিয়াছে বলিয়াই কি আত্মসম্মান বিসর্জন দিবি! ওরে হতভাগা, যদি দর্শক অভিনয় দেখিয়া থুথু ছিটাইত, তখন কী করিতিস!

বলিতেছে, আজকাল কবিতাও তো আবৃত্তি - শিল্পের মধ্য দিয়া মঞ্চায়িত হইতেছে, তাই বলিয়া আবৃত্তিকারগণ কি শ্রোতার হাততালিলাভের জন্য কবির রচনায় হস্তক্ষেপ করিতেছে! দশটি করিয়া শব্দও কি আবৃত্তিকাররা নিজেরা জুড়িয়া দিতেছে! তবে নাটকেই বা এমন হইবে কেন রে?

কতোভাবে আমি তাহাকে বুঝাইতে সচেষ্ট হইলাম, দেখ, নাটক আর গল্প কবিতা এক জিনিস নয়। নাটক মঞ্চে না উঠিলে নাটকই নয়, কিন্তু কবিতা মঞ্চে পঠিত না হইলেও কবিতাই থাকিবে। গল্পকার কবি সরাসরি সাহিত্যের সেবা করেন, আমরা সাহিত্যেরমাধ্যমে মঞ্চের সেবা করি। গল্প কবিতা সরাসরি বাজারে বিকায়, আমরা মহাজনের হাত ধরিয়া হাটে পৌঁছাই। আমি যদি আত্মসম্মান ধরিয়া বসিয়া থাকি, মহাজনের গোলায় ঠাঁই পাইব না। তখন কে আর আমাকে নাট্যকার বলিয়া খাতির করিয়া জলপিঁড়ি আগাইয়া দিবে?

দুঃস্বপ্ন অট্টহাস্য করিয়া বলিল, স্বীকার কর্ না কেন, লিখিতে জানিস না বলিয়াই তুই কাটা পড়িয়াছিস!
এমন ঠোঁটকাটা দুঃস্বপ্নের কব্জায় আমি জ্ঞানত পড়ি নাই।
বলিলাম, মানিতেছি লিখিতে জানি না। কিন্তু দেখ, গলায় যে কেবল আমারই কোপ পড়িয়াছে এমন তো নহে। দুখণ্ড হয়েননাই, এমন নাট্যকার এবাজারে একজনও আছেন কি? কটি নাটক আর অপরিবর্তিত অবিকৃত অবস্থায় অভিনীত হইতেছে আমায় বলিতে পারো? গোষ্ঠীপিছু অনেককিছু বাদ পড়িতেছে, কতো কিছু সংযুক্ত হইতেছে। দেখিয়াছি বাদল সরকারের নিটোল চিকন 'রাম শ্যামযদু'কে পিটাইয়া বেধড়ক লম্বা করিয়া নিয়া অভিনয় করিতে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' নাটকের একটি বহির্বঙ্গ - প্রযোজনায় দেখিয়াছি ঢোল কাঁসি হারমোনিয়ম সজ্জিত একদল গায়ক তথা সূত্রধার তথা মানবজাতির ত্রিকালদর্শী মহাপুষ সু হইতে শেষ পর্যন্ত বার দশেক ঢুকিয়া পড়িয়া জাগতিক মহাজাগতিক তাবৎ বিষয়ে মহার্ঘ তথ্য ও তত্ত্ব কেত্তন করিয়া যাইতেছেন। নাট্যকার যার দরকারঅনুভব করেন নাই। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যন াট্যেও আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর দুই ভাঁড়কে সিঁদ কাটিয়া অনুপ্রবেশ করিতে দেখিয়াছি। উৎপল দত্তের শক্ত বাঁধুনির সেই একাঙ্কটি যাহার নাম লোহার ভীম, আড়াইঘন্টায় পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে স্রেফ নৃত্যগীতের অগ্নিকুণ্ডে গলিত হইয়া।
আরম্ভে ঢোল বাজনা আর সমাপ্তিতে লাল আলো জ্বালাইয়া জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের হাঁকপাড়া -- এ যে কতো নাটকে সংযোজিত হইয়াছে। কতো প্রতিক্রিয়াশীল নাট্যেও যুক্ত হইয়াছে তাহার কি ইয়ত্তা আছে? ঢাকা শহরে অভিনীত হইতেছে মনোজ মিত্রে চাকভাঙা মধু। ঢাকার পত্রে প্রকাশ, দুই ডজন লোক - সংগীত চাক বাঁধিয়াছে নাটকের ডালে ড ালে। হাত পড়িয়াছে বিজন ভট্টাচার্যের গায়েও। তাঁহার নবান্নের এবং বেরটোলট ব্রেশটের 'গুড উয়োম্যান অব সেজুয় ানের' একাঙ্করূপও দেখিয়াছি!
এমন ঠোঁটকাটা দুঃস্বপ্নের কব্জায় আমি জ্ঞানত পড়ি নাই।
রক্তলোচন চিড়িক পাড়িয়া উঠিল, কি বলিতে চাহিস? তোরা যাহা লিখিবি তাহাই মঞ্চে তুলিতে হইবে?
বলিলাম, অবশ্যই এমন কথা কহিব না, নাটকের মঞ্চায়নে সম্পাদনার কোনো অবকাশ নাই, কিংবা বলিব না একটি নাটক কমা - ফুলস্টপ সম্পূর্ণতায় অভিনয় করিতেই হইবে। সেক্সপীয়রকেও সম্পাদনা করা হইয়াছে, হইয়া থাকে। প্রয়োজন ান্তরে তাঁহার নাটকের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য বাদ পড়িয়া থাকে। রবীন্দ্রনাট্যেও পড়ে। ইহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। বস্তুত পুরোহিতও যদি প্যান্ডেল বিশেষে পাঁচালির বিশেষ বিশেষ অংশ স্কিপ করিয়া যান, যে মন্ত্রগুপ্তিতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু স্কিপ করা এক জিনিস, আর পূর্ণাঙ্গকে একাঙ্কে রূপান্তরিত করা এক ব্যাপার। রচনার গঠনধর্মে 'অপসাইড ড াউন' না করিলে এ কর্ম তো সম্ভব নহে ভাই।
অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া আমার বলিতে ইচ্ছা হইল আমি না হয় লিখিতে জানি না, কিন্তু উল্লিখিত নাট্যকারগণ কেহই কি জ ানেন, জানিতেন না? মানিলাম আমাদের দেশে ভালো নাটক বেশি লেখা হয় না, কিন্তু যাহা লেখা হয় তাহারও কি বড় সদ্ব্যবহার করা হয়, হইতেছে? হয়ত বাংলা থিয়েটারের বিশ পঁচিশটি নাট্যগোষ্ঠীর চেহারাটা কী রকম? মনে কি হয় না, অ ামাদের নাটক যেমন অপ্রস্তুত, আমাদের থিয়েটারও তেমনি অপ্রস্তুত?
বাংলার নাট্যকাশে আজ যোগ বিয়োগের এমনই দুর্যোগ, একটি নাটকে সর্বমোট কয়টি চরিত্র থাকিবে - তাহাও আজ ন াট্যকারগণকে স্থির করিতে দেওয়া হয় না, স্থির করেন অভিনয়কারী নাট্যসংস্থা । সভ্য সংখ্যা যদি বেশি থাকে, চরিত্রের সংখ্যাও বাড়িয়া যায়। কম থাকিলে কমিয়া যায়। আর মহিলাকে পুষে রূপান্তরিত করা - ডাক্তারি শাস্ত্রে যতই কিনা চ্য ালেঞ্জ হিসাবে বিবেচিত হৌক, নাট্যশাস্ত্রে ঘটিয়া থাকে চক্ষুর পলকে। অভিনয় দেখিতে গিয়া দেখা যায়, যাহার ফ্রক পরিয় া এক্কাদোক্কা খেলিবার কথা ছিল, সে হাফপ্যান্ট পরিয়া বিড়ি ফুঁকিতেছে! গ্রুপ থিয়েটারে মহিলা করা হয়, দর্শক অভিনেত্রীর অভাবে, আর ব্যবসায়িক মঞ্চে পুষ কাটিয়া মহিলা করা হয়, দর্শক মনোহরণের নিমিত্ত। তা অভাবেই হৌক অ ার স্বভাবেই হৌক, হতভাগ্য নাট্যকারগণকে মুখ বুঁজিয়া দেখিতেই হয় সৃষ্ট সন্তানগণের এই লিঙ্গপরিবর্তনের অভিযান।
কিঞ্চিৎ সামলাইয়া আবার তাহাকে বোঝাইতে সু করিলাম, দেখ এইযে গলাকাটার খেলা -- এ যে কেবল হালফিলের দুর্ঘটনা তাহা নহে -- এ খেলা চলিয়া আসিতেছে বাংলা থিয়েটারের শতবর্ষের ইতিহাসের বৃত্ত ঘুরে। বস্তুত থিয়েটারের সূত্রপাত হইতেই নাট্যকারগণ বলিপ্রদত্ত হইয়া আছেন। রামনারায়ণ হইতে গিরিশচন্দ্র - একমাত্র এই প্রারম্ভিক পর্বেই ন াট্যকারগণ থিয়েটারে যাহা কিছুঅগ্রগণ্য বিবেচিত হইয়াছেন। একমাত্র এই পর্বেই আমাদের মঞ্চ নাট্যসাহিত্যের হাত

ধরিয়া চলিয়াছে, হাত ধরিয়া বড় হইতে চাহিয়াছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের পর, দু - একটি বিশাল ব্যতিক্রম মাথায় রাখিয়া বলিতেছি, আমাদের নাট্যশালায় নাট্যকারের ভূমিকা হইয়া দাঁড়ায় কার্যত অপ্রধান ও নগণ্য। সর্বেসর্বা হইয়া দেখা দিলেন নটনটীরা। আর তখনকার স্বনামধন্য অলোকসামান্য নটনটীদের বেশিরভাগের কাজই ছিল --- টাকা ফেলিয়া দিয়া নিজেদের সীনগুলি নিজেদের লিখিয়া লওয়া। কেহ কেহ স্বহস্তে লিখিতেন, যাঁহারা তাহা পারিতেন না--- ডিকটেশান দিয়া স্ব স্ব পার্টের খোল নলিচা পালটাইয়া লইতেন। ইহা একপ্রকার তাঁহাদের নিত্যকর্মের মধ্যেই পড়িত। সহশিল্পীদের ঘায়েল করিবার জন্য নাট্যদেহের অস্থিমজ্জার সংস্থান বদলাইয়া তাঁহারা ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতিতেন। ওয়াকিবহাল মহলের মুখ যদি খুলিতে পারে, শুনিতে পাইবে অমুক বিখ্যাত নাটকের তমুক মারকাটারি দৃশ্যটি জুড়িয়াছিলেন তমুক প্রখ্যাত নট। এক যশস্বী মঞ্চাভিনেতাকে আমি প্রায়শ গাবাইয়া বলিতে শুনিয়াছি, তিনি তাঁর সুদীর্ঘ অভিনয়জীবনে ভুলিয়াও কখনো নাট্যক ার লিখিত সংলাপ উচচারণ করেন নাই। সর্বদা নিজের কথা নিজের মতো করিয়া বলিয়া বেড়াইয়াছেন ইহাতেই তাঁর স্ব াতন্ত্র্য, ইহাতেই তাঁর জনপ্রিয়তা।

কতো শুনিবে?

প্রায় সমগ্র জীবন মালিক - চালিত ব্যবসায়িক মঞ্চে অতিবাহিত করিয়াছেন, এমন এক প্রবীন নাটকারকে দূরদর্শনের সাক্ষ াৎকারে প্রশ্ন করা হইল, কদাপি ক্ষেতমজুর চাষীদের নায়ক করিয়া নাটক লেখেন নাই কেন? উত্তরে ভদ্রলোক যাহা বলিলেন তাহার সারাৎসার হইল - একবার লিখিয়াছিলেন -- দশরাত্রি অভিনয়ও হইয়াছিল - একাদশ রাত্রে তিনি থিয়েটারে হাজির হইয়া দেখিতে পান - চাষী নায়ক স্যুট টাই কানঢাকা টুপী পরিয়া বর্মী চুরোট ফুঁকিতেছে। ব্যাপার আর কিছুই নহে। সারাক্ষণ উতে কাপড় তুলিয়া হুঁকা টানিতে গুণবতী ভাইটির মান যাইতেছিল। ইমেজ ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। তাই সেকেন্ডঅ্যাকট নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে চাষী নায়ক কলকাতার সওদাগরি আপিসে বড় সাহেব হইয়াছে এবং গ্রাম্য জিহ্বা শোধন করিয়া চিবাইয়া ইংরাজি বলিতেছে! আর এই সকল কর্মে কোনদিনই নাট্যকারের অনুমতি গ্রহণ করা হয় না। সেদিনও নয়, আজও নয়। আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ববিধি নামে কোন আইন যদি কোথাও বলবৎ থাকে, ব্রহ্মাণ্ডের এই ক্ষুদ্র অংশে তাহার প্রবেশ নিষেধ।

একটি লেখায় নাট্যকার ধনঞ্জয় বৈরাগী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, বাংলা থিয়েটারে নাট্যকারের কাজ প্রকৃতপক্ষে দর্জিগিরি করা। কাপড় কাঁচি দেহের মাপ জোপ সবই তাহাকে সাপ্লাই করা হইবে। সে শুধু মাপমত কাটিয়া সেলাই করিয় া দিক। ভালো নাটক কে চাহে তাহার কাছে, সে চালু নাটক যোগান দিয়া যাক।

বলিতে কি, আজো যেমন সেদিনও তেমন, আমাদের থিয়েটারে কোনদিনই নাট্যকারের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। স্ব াধীনভাবে কখনো তাহাকে বাড়িতে বা বড় হইতে দেওয়া হয় নাই। সে বকলমে নাট্যকার। আমাদের থিয়েটারের দৈন্য ত াহার হাত পা -বাঁধিয়া ধরিয়াছে, আমাদের থিয়েটারের উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার গলায় কোপ বসাইয়াছে। সে যে সর্বদা অভ্র ান্ত ছিল তাহা নয়। কিন্তু তাহারভুলভ্রান্তিও তাহাকে শোধরাইতে দেওয়া হয় নাই। আজ আর ভালো নাটক লিখিতে জ ানে না বলিয়া তাহাকে কাঠগড়ায় তুলিয়া কী হইবে?

দুইটা বাজিল। ঘুম আসিল না।

নব নব প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ কিঞ্চলুকের ন্যায় তপ্ত মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থ খুঁড়িতে লাগিল।

ভাসিয়া উঠিল বিদেশী নাটক প্রযোজনার ছবি। সবাই জানেন, আমাদের মঞ্চে এখন বিদেশী নাটকের বাজার রমরমা। একটু খেয়াল করিলেই দেখা যায় অনুবাদ নয় -- বিদেশী নাটকের ছায়া - অবলম্বনে রচিত নাটকের ছড়াছড়ি। আচছা, এই ছায়া অবলম্বনের মধ্যেও কি বাংলা থিয়েটারের ঐ চিরাচরিত বদঅভ্যাসটি উঁকি মারিতেছে না? নাট্যকারের উপর কলমবাজি অথবা বিদেশী নাটকেরছায়া কিংবা খাঁচা বা ধাঁচার মধ্যে নিজেদের মগজপ্রসূত ভাবনাচিন্তারূপ বেকার সন্ত ানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার স্বভাবটি? ঐ দশপাতা কাটিয়া বিশপাতা জুড়িবার মজাদার খেলাটি? ভিন্নদেশীয় রঙচঙা নূতন বোতলটির গহ্বরে পুরাতন এরন্ড তৈল কেমন দিব্য পাচার করা যায়। না, সকলের সম্পর্কে এই কটাক্ষ করি না। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে স্বল্পায়াসে বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করিবার এবং প্রভূত সম্ভ্রম আদায় করিবার সহজতম পন্থা হইয়া উঠিয়াছে এই বিদেশী নাট্যের ছায়া - অবলম্বন। বাংলা থিয়েটারে আজ এমন সংস্থা কি একটিও আছে, যাহার কর্ণধার ছ ায়া-অবলম্বনে নাটক লেখেন নাই কিংবা লিখিবার কথা ভাবিতেছেন না? তিনি ভালো করিয়াই জানেন, এ জাতীয় উদ্যে

াগের পৃষ্ঠপোষকের অভাব এদেশে হইবে না।
আরো বলি, শুধু যে নাটকখানির ধাঁচই বিদেশ হইতে আনা হইতেছে তাহাই নয়, অনেকক্ষেত্রে বিদেশের প্রযোজনার ছকটিও হুবহু অনুসরণ করা হইতেছে। কিছু আগে এই কলকাতার মঞ্চে এমন একটি ছায়া - অবলম্বন প্রযোজনা দেখিয়া অ ামরা চমৎকৃত হইয়াছিলাম, যাহার দৃশ্যপট হইতে সু করিয়া নায়কের পরচুলার বিন্যাসটি মায় চশমা ব্যবহারের কৌশলটি পর্যন্ত বিদেশ হইতে সযত্নে সংগৃহীত।
তবে? এই যদি হয় আমাদের থিয়েটারের মৌলিকতার নমুনা - বেচারী নাট্যকারকেই বা কেন শুধুমুধু বন্ধ্যাত্বের জন্য দায়ী করা হইবে? প্রযোজকদের সৃজন প্রতিভার স্বকীয়তাও কি সর্বদা সন্দেহের উর্ধ্বে? লজ্জা কি কেবল নাটক নিয়াই?
ভোররাত্রে পুনরায় লোডশেডিং হইল।
পঞ্চম কাম্পোজটি গিলিলাম।
৩।। ধর্মের কল।
অদ্য প্রভাতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর অপরের সমালোচনা করিব না। উহা মস্ত বড় অধর্ম। উহাতে ত্রিয়োটিভিটি নষ্ট হয়। যিনি যাহা ভালো মনে করেন করিয়া যান, আমি আমার কাজ করি। ভালো না হোক, সাধ্যমত একখানি নাটক লিখিবার চেষ্টা করি।
লিখিতে বসিয়াছি - জানালায় ডাকপিয়ন উঁকি দিলেন।
একতাড়া পেপারকাটিং আসিয়াছে।
আসিয়াছে ওপারের বাঙলাদেশ হইতে।
দেখিলাম আমার একখানি নাটক পদ্মার ওপারে গিয়া ধর্মান্তরিত হইয়াছে। ওপারে নাট্যনির্দেশক আমার নাটকের হিন্দু চরিত্রগুলিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়াছেন। পুরোহিতকে করিয়াছেন মৌলভী। কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে নাটকের প াত্রপাত্রীর আচরিত ধর্ম, দর্শকের ধর্মের অনুরূপ না হইলে নাটকের আবেদন দর্শকের কাছে ঠিকমতো কমিউনিকেটেড হয় না।
আমার কলম কাঁপিয়া উঠিল।
তবে কি হিন্দু - মুসলমান - বৌদ্ধ - খ্রীষ্টান - পৃথক পৃথক ধর্মসম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইবে? তাহা হইলে শুধু নাটকই বা কেন? গল্প উপন্যাস কবিতারও ধর্মান্তরকরণের প্রয়োজনও একদিন দেখা দিবে।
শুধু সাহিত্যই বা কেন, চিত্রকলা ভাস্কর্যই যে ছাড় পাইবে এমন কোন নিশ্চয়তা রহিল কি? পাথরের খোদাই মূর্তি -- সে মূর্তি যদি বিধমীর হয় আমরা কি মই বাঁধিয়া ঘাড়ে চাপিয়া বাটালি চালাইয়া তাহার দাড়ি গোঁপ ঝাড়িয়া ফেলিব অথবা ঐগুলি ফুটাইয়া তুলিব?
শিল্পসাহিত্যের আবেদন কি ধর্মের লাইনে হইবে?
ধর্ম, ইতিপূর্বে তুমি উভয় বাংলার অনেককিছু হত্যা করিয়াছ, ইহার পর তোমার বুঝি হত্যা করিবার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।
গলাকাটা সৈনিকদের রক্ষা করিবে কে?

হারানো প্রাপ্তি নির্দেশ